সমকাল

তারিখ 24 AUG 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম

সৃজনশীলে নেই সৃজনশীলতা

দেবব্রত চক্রবর্তী বিষ্ণু

অন্যদৃষ্টি

বাংলাদেশে মহৎ উদ্দেশ্যে কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয় বটে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ফুটে ওঠে বড় বেশি হতাশাজনক চিত্র। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পরিকল্পনার 'পরি'ই যেন উড়ে যায়। 'যতটা গর্জে ততটা বর্ষে না'– এ প্রবাদ বাক্যটি এ দেশে অনেক কিছুর সঙ্গেই মিলে যায়। নিত্য যাতনা কিংবা বিড়ম্বনায় কত মহৎ পরিকল্পনার যবনিকাপাত ঘটে অর্থনাশের মধ্য দিয়ে এরও হিসাব মেলানো কখনও কখনও ভার হয়ে ওঠে। তবুও কারও কারও নিরন্তর চেষ্টার কমতি থাকে না যদিও এর ওপর পিঠে প্রশ্নের পাহাড় জমে। এমনই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে। গড়ে দেশের ৫২.০৫ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এখনও সৃজনশীল অংশ বোঝেন না বলে উঠে এসেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের একাডেমিক পরিদর্শন প্রতিবেদনে।

এর মধ্যে ৩০.৮৯ শতাংশ শিক্ষক অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহায়তায় প্রশ্ন তৈরি করেন। আর সমিতি থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করেন ২১.১৭ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

অথচ এ সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষকদের স্পষ্ট করে তোলার জন্য কাঠখড় কম পোড়ানো হয়নি। ইতিমধ্যে কয়েক দফা প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। বহুসংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কাগজে-কলমে; কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কার্যত ফল ইতিবাচক নয়। যদি এই হয় অবস্থা তাহলে এত ঢাকঢোল পিটিয়ে, বাগাড়ম্বর করে এ আয়োজনের দরকার কী ছিল? প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যে শেষ হয়ে গেছে তাও নয়। এখনও মাঝে মধ্যে এ নিয়ে উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আরও হবে। সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে কুমিল্লা অঞ্চল সবচেয়ে এগিয়ে থাকলেও সবচেয়ে পিছিয়ে আছে বরিশাল অঞ্চল। মাউশি অধিদপ্তর গত মে মাসে ১৮ হাজার ৫৯৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬ হাজার ৬৭৬টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করার ভিত্তিতে এ হতাশাজনক প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। বহুসংখ্যক শিক্ষক সৃজনশীল বোঝেন না এবং শিক্ষার্থীদের বিষয়টি বোঝাতে পারেন না– এ অভিযোগ পুরনো হলেও মাউশির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এর পুনঃসত্যতা মিলল।

সার্বিকভাবে আমাদের শিক্ষার নানা দৈন্য চিত্রের অভিযোগ নিয়ে প্রায়ই কথা ওঠে। নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে নানারকম প্রচেষ্টার কথাও খুব জোরালোভাবেই শোনা যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নানা হতাশাজনক পরিস্থিতি যে এখনও বিদ্যমান, সৃজনশীলের বিষয়টি এরই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। যে পদ্ধতি নিয়ে এত তোড়জোড় চলছে, এত উদ্যোগ-আয়োজন, এত বাগাড়ম্বর; এর গোড়ায় এত গলদ কেন? এমন পরিস্থিতি জিইয়ে রেখে এ পদ্ধতির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সুফল অর্জন কি সম্ভব? ৫২.০৫ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক যেখানে সৃজনশীল অংশ বোঝেন না, সেখানে কত সংখ্যক শিক্ষার্থী এ পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে কিংবা এমন পদ্ধতি চালু রেখে কী ফল লাভ হচ্ছে? এত অর্থ নাশ করে দফায় দফায় প্রশিক্ষণদানের ফলটাইবা কী? কিংবা যেসব শিক্ষক দৃশ্যত প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে কার্যত অর্জনের ঝুলি শূন্য রেখে শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্তটাইবা কী? যারা পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত, সৃজনশীল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েও কিছুই অর্জন করতে পারেননি তাদের দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে কী হবে? প্রশ্নের পাহাড়, কিন্তু উত্তর কী?

কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ কিংবা আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমই শেষ কথা নয়। যদি এর বাস্তবায়ন না হয়; সুফল না মেলে তবে জলে অর্থ ঢেলে ক্ষতির চিত্র স্ফীত করে লাভ কী! উদ্দেশ্য মহৎ হলেই যে অর্জনের ঝুলি ভরপুর হয়ে উঠবে তা তো নয়। অর্জনের জন্য কাজের কাজটা করা দরকার। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এ দরকারটাই হয়ে পড়ে অপাঙ্‌ক্তেয়, যেমনটি ঘটেছে সৃজনশীলের ক্ষেত্রেও।

deba_bishnu@yahoo.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........................
তারিখ.........................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এস.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর